যুগান্তর

-4 JUN 2017

একাদশে আবেদনের ফল কাল

কলেজ-মাদ্রাসায় সাড়ে ১৫ লাখ আসন খালি

মুসতাক আহমদ

শিক্ষার্থী ভর্তির পরও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সাড়ে ১৫ লাখ আসন খালি থাকবে। সারা দেশে কলেজ, কারিগরি প্রতিষ্ঠান এবং মাদ্রাসায় একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য আসন ২৮ লাখ ৬২ হাজার ৯টি। এতে এখন পর্যন্ত ভর্তির আবেদন করেছে ১৩ লাখ ১০ হাজার ৯১৪ শিক্ষার্থী। একাদশ শ্রেণীতে আবেদনের ফল আগামীকাল প্রকাশ করবে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি। এদিকে উচ্চ মাধ্যমিকে বিপুলসংখ্যক আসন খালি থাকা সত্ত্বেও একের পর এক কলেজ ও মাদ্রাসা স্থাপনের অনুমতি দেয়া হচ্ছে। ২৯ মে পর্যন্ত এক সপ্তাহে ৫টি কলেজ ও ২ মাদ্রাসা স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আরও ৩০টি কলেজ স্থাপনের আবেদন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে।

শিক্ষার্থীদের কলেজে ভর্তির আবেদন প্রবণতা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, পছন্দের তালিকার শীর্ষে আছে সরকারি কলেজ। এরপরের স্থানে আছে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত মডেল এবং সামরিক বাহিনী পরিচালিত কলেজগুলো। বাহারি নামের প্রাইভেট কলেজগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আন্তঃশিক্ষা বোর্ড এ ধরনের ১৫৪টি প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করেছে, যেগুলোতে ১০টির কম আবেদন পড়েছে। ৬টি প্রতিষ্ঠানে কেউ আবেদন করেনি।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহাবুবুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, সাধারণ কলেজ ও মাদ্রাসায় সেই অর্থে আসন তেমন বেশি খালি থাকবে না। সরকার কারিগরি শিক্ষাকে ব্যাপক জোর দিয়েছে। এ কারণে কারিগরি খাতে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। তবে এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ বাড়ছে। কারিগরি ক্ষেত্রে ভর্তিতে সরকারের লক্ষ্য পূরণ হলে একটা সময় সার্বিক আসনসংখ্যা নিয়ে পর্যালোচনা হবে। তবে সরকার এখনও নামসর্বস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কঠোর। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় সম্প্রতি সারা দেশে শতাধিক কলেজ বন্ধ করা হয়েছে।

৯ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত কলেজে ভর্তির আবেদন নেয়া হয়। সারা দেশে ৯,০৮৩টি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের আবেদনের ভিত্তিতে চাহিদার শীর্ষে থাকা ২০টি কলেজের মধ্যে ঢাকার রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে এবার সবচেয়ে বেশি ৪২৬৪৫ শিক্ষার্থী আবেদন করেছে। এ কলেজে আসন আছে এক হাজার ৬৩৮টি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে ঢাকা সিটি কলেজ ও ঢাকার সরকারি বাংলা কলেজ। সিটি কলেজে তিন হাজার ৪৫০টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেছে ৩৯ হাজার ৩১৬ জন। বাঙলা কলেজে এক হাজার ৭০০ আসনের বিপরীতে ৩৯ হাজার ৫২ জন আবেদন করেছে। চতুর্থ স্থানে রাজশাহী কলেজ। আবেদন পড়েছে ৩৮৯১টি। পঞ্চম স্থানে আছে চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজ। আবেদন পড়েছে ৩৭ হাজার। ষষ্ঠ স্থানে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ। ৩৬৭৭৭ জন আবেদন করেছে। কবি নজরুল সরকারি কলেজ সপ্তম স্থানে। আবেদন পড়েছে ৩৫৫৭১টি। অষ্টম স্থানে সরকারি আনন্দ মোহন কলেজে প্রার্থী ৩৪৮৯৮। নবম ও দশম স্থানে আছে রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ এবং নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী। আবেদন পড়েছে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

চাহিদার শীর্ষে ২০ কলেজের ১০টি ঢাকা বোর্ডে রাজশাহীতে ৪টি, চট্টগ্রামে ৫টি ও দিনাজপুরে একটি

কলেজ-মাদ্রাসায় সাড়ে ১৫ লাখ আসন খালি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

যথাক্রমে ৩১৬৪৫টি ও ২৮৬৭০টি। এভাবে একাদশ থেকে ২০তম স্থানে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে— ময়মনসিংহ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ (আবেদন ২৬৪৬২টি), ঢাকার রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ (২৫৬৪৪), বিএএফ শাহীন কলেজ (কুর্মিটোলা, আবেদন-২৫৫৪৪) ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজ (২৫০৪২), চট্টগ্রামের বাকলিয়া সরকারি কলেজ (২৪৭১৯), সরকারি হাজী মুহম্মদ মুহসিন কলেজ (২৩৫২৭), রংপুর সরকারি কলেজ (২২৬৪১), বগুড়ার সরকারি এএইচ কলেজ (২২২৭৩), চট্টগ্রামের ওমরগঞ্জ এমইএস কলেজ (১৯৮৬৯) এবং চট্টগ্রাম কলেজ (১৭৯৪৭)।

গত বছর কম আবেদন পড়ায় শতাধিক কলেজ-মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডেই আছে ৭৯টি। দাখিলে খারাপ ফল করায় ৫০৮টি মাদ্রাসাকে শোকজ করা হয়েছে। এরপরও এবার এখন পর্যন্ত ১৫৪টি কলেজে সর্বনিম্ন ১০টি করে আবেদন পড়েছে। এর মধ্যে ৯৭টিই কারিগরি প্রতিষ্ঠান। মাদ্রাসা ৩৯টি। ছয়টি কলেজে ভর্তির জন্য কোনো শিক্ষার্থী আবেদন করেনি। এগুলো হল— নবাবগঞ্জ দাখিল মাদ্রাসা, মুন্সির তালুক গার্লস আলিম মাদ্রাসা ও মাহমুদপুর রসুলপুর হামিদিয়া আলিম মাদ্রাসা, কুমিল্লার কাছিয়ারা স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহীর খন্দকার আবু সাঈদ আদর্শ সায়েন্স কলেজ এবং কারিগরি বোর্ডের অধীন আদিবাবাদ ইসলামিয়া হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানান, যে সাড়ে ১৫ লাখ আসন খালি থাকছে তার সবই বিদ্যমান ৯ সহস্রাধিক কলেজ-মাদ্রাসার। ১০টির বেশি কিন্তু ২০টির কম আবেদন পড়া কলেজ-মাদ্রাসা আছে আরও শতাধিক। মূলত এই আড়াই শতাধিক প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রয়োজন নেই।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এমন পরিস্থিতি সত্ত্বেও সরকার ২২-২৯ মে ৫টি কলেজ স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে, মানিকগঞ্জের জিয়নপুর বেলায়েত হোসেন কলেজ, হবিগঞ্জের কীর্তি নারায়ণ মহাবিদ্যালয়, কুমিল্লার পীরযাত্রাপুর জোবেদা খাতুন কলেজ, টাঙ্গাইলের আমির উদ্দিন কলেজ এবং রংপুরে উইন্স কলেজ। এর মধ্যে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বোর্ডকে স্থাপনের যৌক্তিকতা যাচাইয়ের নির্দেশনা দিয়ে প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা না করে পরের দু'দিনের মধ্যে অনুমতি দেয়া হয়। অন্যদিকে যে ৩০টি কলেজ স্থাপনের আবেদন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে, সেগুলোর মধ্যে ৫টি স্থাপনের যৌক্তিকতার প্রতিবেদন চেয়ে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে আবেদন করেছে। বাকি ২৫টি কলেজের ফাইল মন্ত্রণালয়ে আছে। এই ২৫টির বেশির ভাগই প্রাইভেট কলেজ। এছাড়া ব্যক্তির নামে স্থাপনের কলেজ আছে কয়েকটি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর